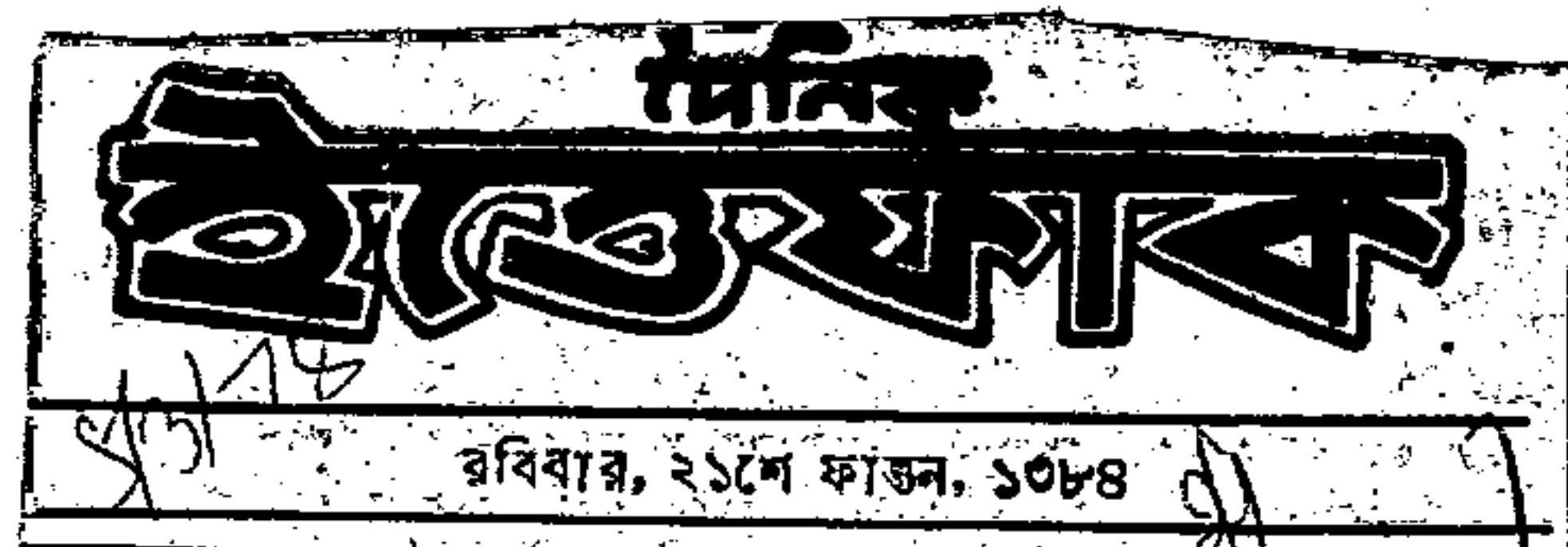


জরিব ... 5378
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 1
281

ইত্তেফাক



গরুকে আবুল কালাম শামসুদ্দিন

উপমহাদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসের আর একটি উজ্জল জ্যোতিক খসিয়া পড়িল। দীর্ঘ প্রায় চার মুগ ধরিয়া যিনি সাংবাদিকতার আকাশে উজ্জল জ্যোতিকের, গত দৈনোপ্যান ছিলেন, গতকাল মধ্যাহ্নে পিজি হাসপাতালে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। অতোভ বৈদনা ভারাক্রান্ত দুরয়ে আমরা পর্যোকগত জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিনের স্মৃতির প্রতি গ্রন্থিক প্রকৃতি নিবেদন করিতেছি।

জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন চলতি শতাব্দীর বিতীয় দশকে সাংবাদিকতার অঙ্গনে প্রবেশ করেন, এবং 'বোহাস্তু', 'দি মুসলিম' প্রভৃতি কাগজে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও 'দৈনিক আজ্ঞাদ' এবং 'দৈনিক পাকিস্তানের' সম্পাদক হিসাবে দীর্ঘ দিন দেশ-সমাজ ও সাংবাদিকতার সেবা করেন। বাস্তি জীবনে জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন ছিলেন অমারিক, মিটভার্ষী, উদারনৈতিক ও কোমলচিত্তের অধিকারী। কিন্তু আদর্শের প্রতি ছিল তার অবিচল নিষ্ঠা এবং দর্শননীতির প্রতিরোধে তিনি ছিলেন আপোষ-হীন ঘোষ। অগ্রারের প্রতিরোধে কোমলচিত্তের অধিকারী জনাব শামসুদ্দিন কি রকম বজ্জক্তিন হইয়া উঠিতেন তাহাৰ প্ৰমাণ- ১৯৫২ সালের ভাষা আলোলন ও ১৯৬১ সালের গণ-অভূত্যানকালীন তার ভূমিকা। ১৯৫২ সালে বাটু ভাষা আলোলনকারীদের উপর

বখন নিবিচাৰ গুলীবৰ্ধণ কৰা হয়, জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন তখন পৰিষদ সদস্য। গুলীবৰ্ধণের সংবাদ তাৰ কানে পৌছ। মাঝি তিনি পৰিষদ সদস্য-পদ পৰিতোগ কৰিয়া সোজা মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন এবং শোকসভায় সভাপতিত্ব কৰেন। জনাব

আবুল কালাম শামসুদ্দিনের এই চারিত্বিক বলিষ্ঠতাৱ আবাৰ প্ৰকাশ ঘটে ১৯৬৯ সালেৰ গণ-অভূত্যানকালে। গণ-অভূত্যানেৰ সময়ে আবুবেৰ দৱননীতিৰ প্রতিবাদে জনাব শামসুদ্দিন 'সেতাৱ-ই-কায়দে আজম' খেতাৰ বজেন কৰেন। বলাৰাহলা উহা ছিল তাৰ স্বজ্ঞতি-প্ৰেমেৰই বহিঃপ্ৰকাশ।

জনাব শামসুদ্দিন চৌন, ইৱান, মিসের ও ইন্দোনেশিয়াসহ বিশ্বেৰ বিভিন্ন দেশ সফর কৰেন। নেতৃজী স্বভাবচক্ষ বস্তু, ডাঃ বিধান বায়, জে, ওন, সেনগুপ্ত প্ৰমথ ছাড়াও প্ৰেসিডেন্ট শু্যুৰে-কাৰ্পোৰ সঙ্গে তাৰ বাস্তিগত পৰিচয় ছিল। তিনি ছিলেন বহুদশী ও বৰ্ণাত জীবনেৰ অধিকাৰী। তাৰ লেখা আৰু-চৱিত শুধু জীৱনী শৃষ্ট নয়, সমকালীন ইতিহাসও বটে। তাৰ ইতৃতে দেশ আৱৰ্ত একজন মহান সজ্ঞান হাৰাইল এবং সাংবাদিকতাৰ অঙ্গন হইল অধিক শৃষ্ট। আমৰা তাৰ বিদেহী আঘাত মাগফেৰাত কামনা কৰিয়া শোক-সন্তুষ্প পৰিবাৰেৰ প্রতি গভীৰ সমবেদনা জানাইতেছি।